30 JUL 2008

যায়যায়দিন [redacted]
৩০ জুলাই ২০০৮ বুধবার

চট্টগ্রামে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাওয়া ১৪ অধ্যক্ষ চাকরি হারাচ্ছেন

সালাহ্ উদ্দিন মোঃ রেজা চট্টগ্রাম অফিস

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন কলেজে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাওয়া ১৪ অধ্যক্ষ চাকরি হারাচ্ছেন। গতকাল স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে আটজনের নিয়োগের ব্যাপারে জানতে চাওয়া হয়েছে। জানা যায়, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের অধীনস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পাওয়া এ ১৪ শিক্ষক বিভিন্ন সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পরও সরকারি সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেন তারা। সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর কোনো ব্যক্তি আবার স্বায়ত্তশাসিত ও আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেতে প্রেসিডেন্টের অনুমতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু উপরোক্ত শিক্ষকদের চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে ওই ধরনের কোনো অনুমতি নেয়া হয়নি। এ ব্যাপারে এর আগে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অডিট রিপোর্টে তাদের বেতন-ভাতা প্রদানে আপত্তি তোলা হয়। কিন্তু করপোরেশন এ বিষয়টি কর্ণপাত না করে করপোরেশনের শিক্ষা তহবিল থেকে তাদের বেতন-ভাতা দিয়ে আসছে। এসব কর্মকর্তার একজনকে করপোরেশনের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবেও নিয়োগ দেয়া হয়, যা সম্পূর্ণ অবৈধ। গত রবিবার করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্বাক্ষরিত এক পত্রে আইয়ুব বিবি সিটি করপোরেশন কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক রওশন আক্তার হানিফকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তার পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। উল্লেখ্য, অধ্যাপক রওশন আক্তার হানিফ সরকারি কলেজ থেকে অবসর নেয়ার পর চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পান। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ পদে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়ার ফলে সরকারের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষ পদের বিপরীতে

প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তাকে অব্যাহতি

প্রাপ্ত বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা থেকে করপোরেশন বঞ্চিত হয়ে আসছে।

এদিকে ১১ বছর আগে করপোরেশনের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা অধ্যাপক মোঃ শাহীদুল্লাহকে অপসারণ করা হয়। কিন্তু উচ্চ আদালত থেকে তার অপসারণ অবৈধ বলে রায় দেয়া হয়। এরই মধ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় তাকে প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়ার নির্দেশ দেয়। করপোরেশন তাকে প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়ায় ফাইল ওয়ার্ক শুরু হয়। কিন্তু এক পর্যায়ে কয়েকজন ওয়ার্ড কমিশনার আপত্তি জানালে করপোরেশন আবার তার নিয়োগ সংক্রান্ত ফাইল ওয়ার্ক বন্ধ রেখে মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চেয়ে পত্র দেয়। তা এখনো ঝুলে আছে।

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বেশ কয়েকটি মসজিদের খতিবের পদে নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে সরকারি নিয়মনীতি পালন করছে না বলে জানা যায়। অভিযোগ রয়েছে, সাত-আটটি মসজিদে খতিব পদে যাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে তারা একই সঙ্গে সরকারি সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত অন্য মাদ্রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন। ওইসব মসজিদের খতিবদের ব্যাপারেও এরই মধ্যে আপত্তি উঠেছে। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল আলম যায়যায়দিনকে জানান, সরকারি চাকরি থেকে অবসরে যাওয়ার পর করপোরেশনে আবার তাদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাওয়ার ঘটনা আমার আসার আগেই হয়েছে।

তিনি বলেন, এদের আটজনের ব্যাপারে জানতে চেয়ে মন্ত্রণালয়ে দেয়া পত্র পাওয়া গেছে। প্রেসিডেন্টের অনুমতি ছাড়া অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের করপোরেশনে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাওয়ার সুযোগ নেই। আমরা তাদের ব্যাপারে যথাযথ মতামত দেবো।